আ.লীগের লকডাউন প্রতিরোধে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

আওয়ামী লীগের ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউন কর্মসূচির বিরুদ্ধে এবং মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বুধবার রাত ৮টার দিকে জেলা বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানের নেতৃত্বে বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মিছিলে জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা “স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জিন্দাবাদ” এবং “মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন বাতিল করো” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, আবু সালেহ নাসিম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফায়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, জেলা শহীদ সংসদ জিয়া মঞ্চের সভাপতি আলিফ আরাফাত খান, বিএনপি নেতা নাহিদ আহমেদ এবং জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্সসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে বাবু খানের নির্বাচনী পথসভা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড থেকে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার বিকেলে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে জয়রামপুর চৌধুরীপাড়া ঈদগাহ মাঠে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপির সভাপতি, বিজিএমইএ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান খান বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “অনেক দিন পর এ দেশের মানুষ ভোট দিতে পারবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নসহ মোট ৩১ দফা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা দয়া করে নারীদের, বাড়ির মহিলাদের বিএনপির ধানের শীষের কথা বলবেন। একটি দল জান্নাতের কথা বলে মা-বোনদের বিভ্রান্ত করছে। কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়, সে বিষয়ে পুরুষদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ভোট জনগণের অধিকার সবাই যে ধানের শীষে ভোট দেবে, তা নয়। কিন্তু কেন ধানের শীষে ভোট দিতে হবে, তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে। দেশনায়ক তারেক রহমানের ৩১ দফা কর্মসূচির কথা মানুষকে বুঝাতে হবে। তারা যদি বুঝতে পারে, তাহলে অবশ্যই ধানের শীষে ভোট দেবে। কারণ এই ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলে সব মানুষেরই কোনো না কোনোভাবে উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।”

হাউলী ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ হাসান মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা

বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সহসভাপতি সোলেমান মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সহসভাপতি মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক একরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসেন বাবু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিকসহ হাউলী ইউনিয়নের বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান।

সভায় বক্তারা বলেন, এলাকার বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়ে আছে। বিশেষ করে চৌধুরীপাড়া, তারিনিপুর, ডুগডুগিসহ আশপাশের এলাকার কৃষকরা ফসল পরিবহনে ভোগান্তিতে পড়ছেন। এ সমস্যা সমাধানসহ জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির প্রার্থীকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বক্তারা।

পথসভা শেষে প্রধান অতিথি মাহমুদ হাসান খান বাবু দামুড়হুদা পুড়াপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দিরে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে একে একে জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব, ডুগডুগি, ছোট দুধপাতিলা ও বড় দুধপাতিলা গ্রামে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনায় দুস্থ ও পথচারীদের

মাঝে খাবার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা পৌর যুবদলের উদ্যোগে বাসস্ট্যান্ড থেকে রেলবাজার ও পুরাতনবাজার এলাকায় দুস্থ ও পথচারীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এই খাবার বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ জালাল উদ্দীন, যুবদলের সংগ্রামী সদস্য রকিবুল হাসান ব্রাইট, যুগ্ম আহবায়ক অপু সুলতান (আপু), যুবদল নেতা মোহন, মোঃ তহিরুল ইসলাম, সদস্য শরীফ, শাহিন ইসরাফিল, নাজমুল, আশিক, সজীব, সোহেল, আকাশ, মাসুম, শফি, ইখলাস, মমিন, ডাবলু সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মশাল মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে।

দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। কিন্তু জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ তার অনুসারীরা এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়ন ঘোষণা পর দিন থেকেই তারা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের গ্রুপ এবং বর্তমান জেলা সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছে। মোটরসাইকেল ও অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী

বাসস্ট্যান্ড থেকে উপজেলা বাজার হয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।

মশাল মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহবান জানান গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় নির্বাচনী পথসভায় বাবু খানের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে আগামীকাল বুধবার অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনী পথসভায় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এবং প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মনিরুজ্জামান মনির বলেন, দেশে আজ

ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হুমকির মুখে। জনগণের প্রিয় নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে আছি। বাবু খানের আগমন শুধু একটি পথসভা নয়, এটি হবে জনগণের জাগরণের বার্তা। আমরা হাউলী ইউনিয়ন থেকে নতুন উদ্যমে ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

প্রধান বক্তা রফিকুল হাসান তনু বলেন, দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আগামী দিনের ভোট হবে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য। বাবু খানের এই সফর হাউলী ইউনিয়নের বিএনপি কর্মীদের নতুন প্রেরণা দেবে। সকল নেতাকর্মীকে শৃঙ্খলা বজায় রেখে এই পথসভা সফল করার আহ্বান জানাচ্ছি।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইদ্রিস আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেনসহ হাউলী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড বিএনপির সুপার ফাইভ নেতৃবৃন্দ।

সভা শেষে বাবু খানের আগমনকে ঘিরে নানা প্রস্তুতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জানা গেছে, বুধবার বেলা ৩টায় লোকনাথপুর হেলিপোর্ট মাঠে নেতা-কর্মীরা মাহমুদ হাসান খান বাবুকে রিসিভ করবেন। এরপর প্রথম পথসভা অনুষ্ঠিত হবে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর চৌধুরী পাড়া ঈদগাহ মাঠে।

পরবর্তীতে একে একে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের পুড়াপাড়া, জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব, ডুগডুগি পশুহাট সংলগ্ন এলাকা, ছোট দুধপাতিলা এবং সবশেষে বড় দুধপাতিলায় নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকেলে মিছিলটি গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু এবং পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা।

মিছিলে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা “অবৈধ মনোনয়ন মানি না, মানবো না”, “অপ্রত্যাশিত মনোনয়ন বাতিল চাই”, “মিল্টন ভাইয়ের মনোনয়ন চাই” স্লোগান দেন।

মিছিলে বক্তারা বলেন, জাভেদ মাসুদ মিল্টন মেহেরপুরের ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতা, তাই দলের স্বার্থে তাঁকেই মনোনয়ন দিতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ

হোসেনের নির্বাচনী গণসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। গতকাল সোমবার বিকেলে নওয়াপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমার ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কোনো ভুলভ্রান্তি মনে রেখে ধানের শীষকে ভুলে গেলে চলবে না। ধানের শীষ প্রতীক মেহনতী মানুষের প্রতীক। ধানের শীষ মানে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। এই ধানের শীষের প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়ে আপনারা গত ১৬ বছর বিভিন্ন সময়ে জেল জুলুম হামলা মামলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধানের শীষকে বিজয়ী করলেই মানুষের মুক্তি মিলবে, দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীককে ভোট দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাস্টার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আমজাদ হোসেন একজন সৎ ও যোগ্য নেতা। ২০০৮ সালে এমপি থাকাকালীন সময়ে তাকে নানা নির্যাতন, জেল, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। এসব বিবেচনায় কেন্দ্র তাকে এই আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। যেকোনো মূল্যে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে এই আসনটি উপহার দিতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুলেরী আলভি, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি রেজওয়ান হক ইমন, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সহ সভাপতি সোহেল রানা, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক সেবকদলের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল হাসান শাওন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন সহ

স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এই গণসংযোগে স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে প্রার্থী ভোটারদের কাছে তার মনোনয়ন ও নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দরকার নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, জেলা বিএনপির নেতৃত্বে ধানের শীষের ভোটে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র। আপনারা সকলে আজকে দেখেছেন, ঢাকাতে দুটি গাড়ি পোড়ানো হয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের এখনো যারা আছে, তারা বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় এরকম আইনবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে।

তাই নির্বাচন বানচালের যারা ষড়যন্ত্র করছে এবং আরও একটি দল এই ফ্যাসিস্টদের সাথে হাত মিলিয়ে আজকে পিআর, কালকে গণভোট এটা-সেটা দিয়ে এই দেশে যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে, যাতে নির্বাচন না হয়, যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন এই কারণে তারা ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে। আর মেহেরপুরকে বাঁচাতে হবে।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সোমবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান।

তিনি আরও বলেন, এই প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক মনোনয়ন নিয়ে এত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কোনো দরকার নেই। চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা হবে যখন তফসিল ঘোষণা হবে, তার পরে। অতএব, তফসিল ঘোষণা পর্যন্ত আপনাদেরকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আজকে প্রায়

১০ দিন হয়ে গেল প্রাথমিক মনোনয়নপত্র দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা গর্ব করে বলতে পারি, যারা জেলা বিএনপির নেতৃত্বে আছেন তারা সকলে নেতৃত্বে আছেন অন্য কোথাও যাননি।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা এবং মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান তারা।

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসময় উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ, যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আশরাফুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর, সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, মুজিবনগর উপজেলা জাসাসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকুস এবং যুবদল নেতা মেহেদী হাসান রোলেক্স উপস্থিত ছিলেন।

র্যালিতে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের কলাইডাঙ্গায় জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের কলাইডাঙ্গা গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪টার দিকে কলাই ডাঙ্গা গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহবুব আলম, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদরের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রদলের জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের উদ্যোগে

যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসনাত রিংকু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথি শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে, যখন সমগ্র জাতি অনিশ্চয়তার মুখে, তখন সিপাহি-জনতার মিলিত বিপ্লব জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র নস্যাত্ করে দিয়ে দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে।

তিনি আরও বলেন, সেদিন শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এনে সিপাহি-জনতা তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। তিনি ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি থেকে দেশকে উত্তরণের পথে নিয়ে এসে প্রবর্তন করেন বহুদলীয় গণতন্ত্র। সূচনা করেন উন্নয়ন ও উৎপাদনের নবধারার রাজনীতি।

তিনি বলেন, ৭ নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনন্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত দিন। সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে আধিপত্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটে। দেশ ফিরে আসে সুশৃঙ্খল পরিবেশে।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, দল আমাকে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী করেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, সকলে মিলে ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশনেতা তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম পিটু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আকতার হোসেন জোয়াদ্দার, পৌর বিএনপির সভাপতি মোঃ আজিজুর রহমান পিন্টু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল হক রোকন এবং পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিল্লুর রহমান ওল্টু।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মোমিন মালিতা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা

জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, সহ-সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম সম্পাদক আরিফ আহমেদ শিপলব, যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব হাসান মাবুদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ বকুল হোসেন, মোঃ রকিবুল ইসলাম টগর ও মোঃ রতন আলী।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম লিমন, সদস্য সচিব, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদল।

সঞ্চালনায় ছিলেন আল ইমরান রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদল এবং মাহমুদুল হক তনয়, সদস্য সচিব, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদল।